কেবল মাত্র মিশনের সদস্যদের জন্য প্রচারিত

ECHOES
INDIA

শ্রীরামচন্দ্র মিশন®

সেপ্টেম্বর ২০১৪ ৭ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা

মানাপাক্কাম সমাচার

জুলাই ২০১৪

শুক্রবার ৪ঠা জুলাই– দ্বারকা এপার্টমেন্টে অভ্যাগমন

গুরুদেব ঠিক ক'রলেন কমলেশ ভাইকে দেখতে যাওয়ার জন্য কারণ এক সপ্তাহ যাবৎ তিনি ভাল নেই এবং ফ্লুতে আক্রান্ত। আশ্রমের ঠিক পিছন দিকে এই এপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স–এ গুরুদেব গল্ফ কার্টে ক'রে গেলেন। ওনার যাবার পথে অনেকবার ধীর গতিতে যেতে যেতে অভ্যাসীদের অভিবাদন, প্রশ্ন সমস্যাদি নিয়ে মত বিনিময় ক'রলেন।

গুরুদেব পৌঁছে লিফট্ থেকে বেরোতেই কমলেশ ভাই তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। গুরুদেব ঘুরে ঘুরে কমলেশ ভাই–এর ঘরের সমস্ত ছবিগুলো বিশেষ করে বাবুজীর ছবিগুলো দেখলেন। ঘরে রাখা ছিল একটি বুদ্ধমূর্ত্তি যেটা কিছুটা কৃষ্ণের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ, গুরুদেব বললেন ওটা "বুদ্ধকৃষ্ণ"। হল ঘরটাতে গুরুদেব অভ্যাসীদের সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ ব'সলেন এবং মন্তব্য ক'রলেন মৌমাছিরা যেমন ফুলের চারপাশে ঘোরে তেমনই অভ্যাসীরাও আমার চার পাশে থাকে। আলোচনার মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে গুরুদেব পুরনো এক ঘটনার বিবরণ দিলেন ইউরোপ ভ্রমণ সংক্রান্ত। একবার কোথাও গাড়ীতে যাওয়ার জন্য বেড়োবেন এমন সময় এক অভ্যাসী তার ব্যাগটা আনতে ভুলে যায়। এছাড়াও আরও দুটি ঘটনার জন্য রওনা আর হয়ে ওঠে না। পরিশেষে এই সব বাধার ফলে যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ ক'রতে হয়। এর ফলে পরে আরও অনেক ইতিবাচক ঘটনা ঘটে। ওনার জীবনের এরকম অনেক উদাহরণ আমরা পাই। কমলেশ ভাই এর ঘর থেকে বেড়িয়ে ঐ কমপ্লেক্সের অন্য সমস্ত অভ্যাসীদের বাসস্থান গুলো

গুরুদেব দেখলেন। প্রত্যেকটা ঘরে কিছু সময় কাটালেন এবং সমস্ত অভ্যাসী প্রত্যেকে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

ইদানীং গুরুদেব ব্যাকুল ভাবে বারে বারে বলতে থাকেন যে "আমি আমার ঘরে অনেকক্ষণ আমাকে বদ্ধ রাখছি"। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত কথাটা বারে বারে গুরুদেবের উদ্দেশ্যে আলোচিত হয় ওনার বাইরে ভ্রমণ সংক্রান্ত বিষয়কে নিয়ে যে দৈহিক দুর্বলতা সত্ত্বেও আত্মিক বলে তিনি বলীয়ান।

রবিবার, ৬ই জুলাই : একটি পিয়ানো :

সকালে প্রাতঃরাশ এবং সংবাদপত্র দেখার পর গুরুদেব কটেজের বাইরে কিছুক্ষণ ব'সলেন। এ সময় গুরুদেব এক অভ্যাসী ভাই–এর পিয়ানো বাজানো শুনতে চাইলেন। হলের মধ্যে পিয়ানোতে বিভিন্ন সুর বাজিয়ে অভ্যাসীভাইটি গুরুদেবকে শোনালেন। গুরুদেব খুব মনযোগে পিয়ানো বাদন উপভোগ ক'রলেন। এরপরে ওমেগা স্কুলের এক যুবা ছাত্রীও পিয়ানো বাজিয়ে শোনায়। গুরুদেব খুব সন্তোষ প্রকাশ ক'রে ব'ললেন আমাদের অভ্যাসীদের মধ্যেও কিছুজন এত ভাল বাজান। গুরুদেব ব'ললেন "যদিও আমি সবসময় একটা পিয়ানো কিনার কথা

ভেবেছি কিন্তু কোনভাবে তা সম্ভব হয়নি। খুব ভাল হ'ত যদি এখানে একটা রাখা যেত।"

অনেক অভ্যাসী এসে নানারকম পরামর্শ দিতে লাগলো এবং কয়েকদিনের মধ্যে কটেজে একটা পিয়ানো কিনে নিয়ে আসা হ'ল। গুরুদেব সেটা দেখে খুশী হ'লেন। আরেকজন অভ্যাসী কিছু সুর বাজিয়ে শোনাল এবং গুরুদেব নিজেও কিছু স্বরলিপি বাজালেন। কোথায় পিয়ানোটা রাখা হবে গুরুদেব তা জানিয়ে দিলেন এবং ব'ললেন একটা ঢাকনা সহ ওটা যত্নসহকারে রাখতে। গুরুদেব জানালেন অভ্যাসীরা ইচ্ছা ক'রলে খুশীমত পিয়ানোটা বাজাতে পারে। ইতিমধ্যে কিছুদিন যাবৎ অনেক অভ্যাসী এসে এটা বাজালেন এবং গুরুদেব তা শুনলেন।

শনিবার, ১২ই জুলাই ঃ গুরুপূর্ণিমা,

প্রসাদ উৎসর্গ করার পরে গুরুদেব তৈরী হ'লেন প্রচুর সংখ্যক অভ্যাসীদের সঙ্গে মিলিত হ'তে। অভ্যাসীরা প্রত্যেকে সারিবদ্ধ ভাবে এক এক ক'রে গুরুদেবের আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রলেন। যদিও অভ্যাসীদের বলা হ'য়েছিল গুরুদেবের চরণ স্পর্শ না ক'রতে তবুও তারা স্পর্শ করতে লাগলো।

গুরুদেব পরিশ্রান্ত হ'য়ে পরায় অন্য অভ্যাসীদের বলা হ'ল আর না যেতে কারণ তাহ'লে গুরুদেব সৎসঙ্গে যেতে পারবেন। এইভাবে ঠেলাঠেলি ক'রে প্রায় পাঁচশো অভ্যাসী দেখা করে। এরপরে গুরুদেব সাধনা কক্ষে গিয়ে ৫০ মিনিট মত সৎসঙ্গ পরিচালনা ক'রলেন। তারপরও ভজন ইত্যাদি সাধনা কক্ষে হচ্ছিল তবে গুরুদেব কটেজে ফিরে বিশ্রাম নেন।

বুধবার, ১৬ই জুলাই

গুরুদেব শারীরিক কিছুটা অসুস্থ : সপ্তাহের গোড়া থেকেই গুরুদেব শারীরিক ভাবে সুস্থ ছিলেন না। ওনার অবিরাম কাসি এবং সাথে সংক্রমণ বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে অন্যদের কটেজে যাওয়ার ব্যাপারে বিধি নিষেধ আরোপ করা হ'ল। কিছুদিনের মধ্যে গুরুদেবের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হ'ল এবং উনি আবার সকলের সঙ্গে দেখাশোনা ও কথাবার্তা শুরু ক'রলেন।

রবিবার ২০শে জুলাই : কমলেশ ভাই সৎসঙ্গ পরিচালনা ক'রলেন ও পরে গুরুদেবের শারীরিক বিষয়ে জানালেন। এই সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি সহজ সন্দেশে প্রকাশ করা হয় এবং অভ্যাসী এদের এই ব'লে উৎসাহিত করা হয় যেন তিরুপুর ভান্ডারাতে সকলে উপস্থিত থাকে।

মঙ্গলবার ২২শে জুলাই : গুরুদেবের জন্মদিন জ্যোতিষ তিথি অনুযায়ী:

এইদিন হিন্দু দেওয়াল পঞ্জিকা অনুযায়ী গুরুদেবের জন্মদিন। ওনার জ্বর ও শরীর খারাপের জন্য কারোর সাথে দেখা করা তো দূরের কথা শয্যা ছেড়ে উঠতে পারছিলেন না। কমলেশ ভাই সকাল ৯টার সময় সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও তারপরে এ.পি.দুরাই–এর লেখা "লেটারস্ টু ক্রিশ্চিয়ান ফ্যামিলি" বই এর প্রকাশ করেন।

আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে অতি প্রিয় গুরুদেবের জন্মদিন প্রতিপালন

আমাদের প্রিয় গুরুদেবের ৮৮তম জন্মদিন সারা ভারতবর্ষের কেন্দ্রগুলিতে উদযাপন করা হয় বিশেষতঃ যারা তিরুপুর ভান্ডারাতে অংশ গ্রহণ করতে পারেননি তাদের জন্য । বিভিন্ন কেন্দ্রে সৎসঙ্গ, ভজন, ছোটদের হালকা ব্যাঙ্গ রচনা ও অন্যান্য অনুষ্ঠান, অভ্যাসীদের বক্তৃতা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে বিশেষ ভাবে দিনটি উদযাপন করা হয় ।

বরোদা, ভিলওয়ারা, ক'লকাতা, খড়গপুর, যোধপুর, শ্রী গঙ্গানগর, নভসারি, ভালসাদ, গুলবর্গা ও আনন্দ প্রভৃতি জায়গা থেকে প্রতিবেদনে জানানো হয় যে এই অনুষ্ঠান উদযাপনের মধ্যে দিয়ে সকলের মধ্যে দিনটির মাধুর্য্য এবং স্বর্গীয় আশীর্বাদ অনুভূত হয় ।

Bhilwara

Valsad

Allahabad

Sahranpur

Ghatampur

Gulbarga

Lucknow

Kharagpur

আমাদের বিভিন্ন কেন্দ্রে অতি প্রিয় গুরুদেবের জন্মদিন প্রতিপালন

Jodhpur

Sri Ganganagar

Srinagar

শিশুদের যোগদান: শিশুরা পরিবারের এক বিশেষ অংশ এবং তাদের বেড়ে ওঠা সহজমার্গ পরিবারের মধ্যে দিয়ে হওয়ার ফলে ওদের আশ্রমের নানা কাজকর্মের সাথে যোগদান ক'রে গুরুদেবের শিক্ষার গুণাবলীর সাথে পরিচিতি হয় ও সূক্ষ্ম অনুভব ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়। বিভিন্ন নাচ গান অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওরা সঠিক ভালোবাসার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। এ সমস্ত অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে ওরা আবহমন্ডলে প্রাণ সঞ্চার করে এবং সকলকে বিশেষ আনন্দ ও ভালোবাসার অনুভূতি প্রদান করে।

Kolkata

Valsad

Vadodara

Gulbarga

Lucknow

" আমি সমস্ত সময় প্রস্তুত উদাত্ত চিত্তে তাকে প্রদান করার জন্য যে নিজেকে তা পাওয়ার জন্য উপযুক্ত করে উৎসর্গ ক'রেছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এমন কাউকে পাইনি যে তার পাত্রটি কানায় কানায় পূর্ণ করে নিতে পেরেছে। আমি অভ্যাসীদের কাছে প্রায়শঃই নিবেদন ক'রেছিলাম আমার যা আছে তা ছিনিয়ে নিতে এবং বিনিময়ে তাদের কাছে যা আছে তা দিতে। সঠিক আদান–প্রদান কিন্তু কোন প্রবঞ্চকতা নয়।"

বাবুজী মহারাজ

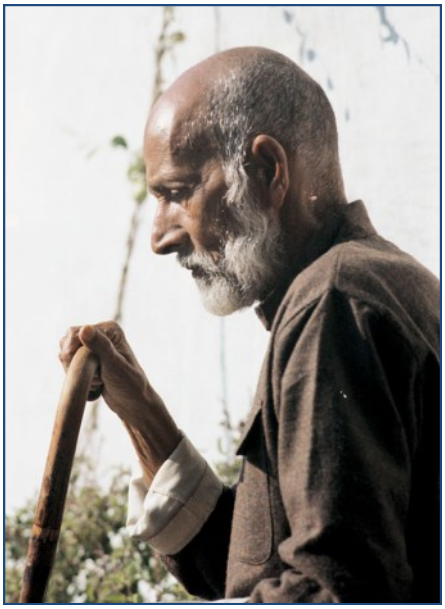

যুগ্ম সম্পাদকের হুবলি, কর্ণাটক পরিদর্শন :

মিশনের যুগ্ম সম্পাদক এ.পি.দুরাই গত ৮ থেকে ১০ই আগষ্ট হুবলি পরিদর্শনে যান।

৮ তারিখ সকালবেলা তিনি আশ্রমের জমি দেখার জন্য শহর থেকে ১২ কি.মি. দূরে এক জায়গায় গিয়েছিলেন। বিকেলবেলায় তিনি অভ্যাসীদের সাথে যারা প্রকল্পের সাথে যুক্ত আলোচনা করেন এবং জমিটার উন্নতি কল্পে রূপরেখা দেন। কারণ যথাযথ উপনিবেশ গড়ে না ওঠা পর্যন্ত এত দূরে আশ্রম তৈরীর উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ হবে না। এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে অস্থায়ী একটা ধ্যান কক্ষ আশ্রমের জমিতে তৈরী করা হবে যাতে অভ্যাসীরা নিয়মিত আসা যাওয়ার সুবিধা ভোগ করেন। সন্ধ্যাবেলাতে তিনি গীতা রেশমীর বাড়ীতে সকলকে একত্রিত ক'রে সহজমার্গ পদ্ধতির ভিত্তি সম্পর্কে আগ্রহী সকলকে অবহিত করেন।

৯ই জুলাই তিনি ধারওয়ারের কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিবেশনে সমস্ত বিষয়ের স্নাতকদের সামনে বক্তব্য রাখেন। তিনি স্নাতকদের সহজমার্গ দর্শনের ব্যাখ্যা করেন। জোর দেন সহজ সরলজীবন যাত্রার ওপর যাতে করে তারা তাদের জীবন বিপথে চালিত বা প্রলুব্ধ হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারে। এ প্রসঙ্গে ওনার নিজের জীবনের সঠিক অভিজ্ঞতার বিবরণও দেন। আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মধ্যে একের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ লাভ করা এবং আত্মমর্যাদা বিকশিত করা।

একই সময়ে এক মুক্ত আলোচনা করেন ড: গজেন্দ্র সিং (জোনাল ইন্চার্জ কর্ণাটক উত্তর) মুন্দগোড শহরের এক সরকারী মহাবিদ্যালয়ে যা হুবলি থেকে ৪৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত। তার ভাষণে জোর দেন সাধনা, প্রকৃত লাভ, প্রকৃত সুখ এবং অন্তরের চালিকা শক্তির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে। সন্ধ্যাবেলায় গীতা কামাতের বাড়ীতে ঘরোয়া আলোচনাতে ভাই দুরাই মূল সাধনার প্রকৃত অভ্যাসের গুরুত্ব এবং অভ্যাসীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন।

রবিবার সৎসঙ্গের পরে অভ্যাসীদের বিভিন্ন গ্রুপে আলোচনার বিষয় ঠিক করে দেন। আলোচনার কিছু বিষয় সমূহের বিবরণ নীচে দেওয়া হ'ল :

১) আমাদের পেশাদার ও ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে উচিৎ জীবন যাত্রা অন্যদেরকে সহজমার্গে যোগদান করার জন্য কি ভাবে উদ্বুদ্ধ করে।

২) নতুন আশ্রমকে কি ভাবে ব্যবহার ক'রবো।

৩) আমাদের আধ্যাত্মিক ও ভৌতিক জীবন যাত্রার পার্থক্য কি কৃত্রিম। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে অভ্যাসীদের প্রশ্নোত্তর পর্ব এবং ৪.৩০ টার সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান পর্ব শেষ হয়।

ইউ– কানেক্ট– ভূপাল :

ইউ–কানেক্ট– আমাদের মিশনের একটা ক্রিয়াকলাপ কলেজ ছাত্র– ছাত্রীর জন্য শুরু হ'য়েছে। মধ্যপ্রদেশ এলাকাতে ইন্দোর, ভূপাল এ সমস্ত শহরে এই কাজটা শুরু হ'য়েছে এবং তা ধীরে ধীরে অন্যান্য শহরেও প্রসারিত করা হ'চ্ছে।

ইন্দোর কেন্দ্রে পরীক্ষামূলক ভাবে ৮ সপ্তাহের এক উদ্যোগ নেওয়া হ'য়েছে। সেখানকার একটি কলেজ সেপ্টেম্বর মাসে শুরু করার জন্য রাজী হ'য়েছে।

ইন্দোর থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত একটি স্বেচ্ছাসেবক দল গত ১৩ই জুলাই ভূপালের স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য একটি প্রশিক্ষণ কার্য্যক্রম চালু করে। স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে তাদের কাজের অভিজ্ঞতার কথা তারা আলোচনা করে। ভূপালের এই স্বেচ্ছাসেবক দলের সাথে ৬৩ জন অভ্যাসীও আশেপাশের কেন্দ্র যেমন বিদিশা, মান্ডিদিপ, রেইসেন, সেহোর এবং নরসিংগড় প্রভৃতি জায়গা থেকে অংশগ্রহণ করে।

জোনাল কোঅর্ডিনেটর যামিনী কারমারকর এর সাথে তার দলের রাজেশ রাভেরকর, নির্মল দাগদি, রমাকান্ত আগরওয়াল (ইন্দোর) যোগদানকারী সকলের সংগে ইউ–কানেক্ট এর বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করে।

এই দলটি অন্যান্য কেন্দ্রগুলিকে উৎসাহিত করে কলেজগুলিতে যাওয়ার আগে প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশ নেওয়ার জন্য। ছাত্রদের আত্মোন্নতির বিষয়ে একটি পাঠক্রম কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং আনুষঙ্গীক প্রতিষ্ঠানগুলিতে শুরু করার ব্যাপারেও আলোচনা পরপর এই দুটি বৈঠকেও করা হয়।

কেন্দ্র অধিকর্তা (CIC) পঙ্কজ মাথুর অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করেন এই আশ্বাস নিয়ে যে দলটি এই কাজ শিগগির শুরু করে দেবে।

যুবা অনুষ্ঠান

যুবাদের উদ্বুদ্ধ করা– ইন্দোর

"হার্টস্পিক" নামে একটি অনুষ্ঠান ইন্দোর কেন্দ্রে যুবাদের জন্য ব্যবস্থা করা হ'য়েছিল । বিকাশ শিউরকর, যিনি ডাক্তারি পেশায় যুক্ত একজন প্রিফেক্ট নিকটবর্তী দেওয়াস কেন্দ্রের কেন্দ্র অধিকর্তা, অনুষ্ঠানে তার নিজস্ব জীবনের অভিজ্ঞতা সহ আলোচনা করেন ।

অনুষ্ঠানটির পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রথমে বক্তৃতা ও পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব রাখা হয় । রাজেশ রাভারকার জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বিকাশ প্রসঙ্গে শিউরকরের কাছে অনেক প্রশ্ন রাখেন । যেমন গুরুদেবের সংগে ওনার অভিজ্ঞতা, শুরুতে নবীন অভ্যাসী হ'য়ে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হ'য়েছিল । সরকারী কর্মচারী হিসেবে যেখানে দুর্নীতি এক ঐতিহ্য, বিকাশ ভাই তার অভিজ্ঞতা , ভাবাবেগ এবং সহজমার্গ তার জীবনে কি ভাবে সাহায্য / প্রভাবিত ক'রেছে ।

তিনি একটি নিদারুণ বার্তা দিলেন যে যত আমরা বড় হই ততই আমরা সকলের এবং সবকিছুর মাঝখানে তাঁর করুণা দ্বারা আরও বেশী সহিষ্ণুতার প্রভাব অনুভব করি । তিনি গুরুদেবের প্রতি আস্থা ও ভালবাসা ও সেবা প্রসঙ্গে ও বলেন ।

এই ৯০ মিনিট সাক্ষাৎ পর্বের পরে ও তরুণ অভ্যাসীদের আরও অনেক কার্যকরীপ্রশ্ন ছিল ।

এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল মিশনে তরুণদের আরও প্রশিক্ষিত ক'রে তোলা প্রাত্যহিক ব্যহারিক জীবনে সমস্যার সমাধান আধ্যাত্মিকতার আধারে করা যে ভাবে বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভায়েরা তাদের অভিজ্ঞতা লাভ করছেন । এছাড়াও সহজমার্গ তাদের কাজের বা শিক্ষার জায়গাতে কি ভাবে সাহায্য করে ।

নিমেশ পালিওয়াল নামে একজন তরুণ অভ্যাসী অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে এবং অবিনাশ ধন্যবাদ সূচক প্রস্তাব পেশ করে । ৪০ জনের বেশী তরুণ অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে । এটাও ঠিক হয় এইরকম অনুষ্ঠান প্রতিমাসে করার জন্য ।

মানাপাক্কাম, তামিলনাড়ু

৩রা আগষ্ট মানাপাক্কামে একটা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয় এবং তাতে চেন্নাই এবং কিছু অন্যদেশের প্রায় ৫০ জনের তরুণ অভ্যাসীদের নিয়ে ।

প্রত্যেক যোগদানকারীকে একটি কার্ড সংখ্যা সমেত (বৈশিষ্ট্য মূল্য) দেওয়া হয় । অনুষ্ঠান শুরু হয় ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে "হুইসপার" দিয়ে । এরপরে প্রত্যেক অংশ গ্রহণকারীকে একে অপরের সাথে পরিচিত হ'তে হয় যেখানে সকলকে তার কার্ডে লেখা বৈশিষ্ট্য টা সবাইকে জোর গলায় ব'লে দিতে হয় । এই বৈশিষ্ট্য সকলকে শেষ পর্যন্ত মনে রাখতে হবে মেমারী খেলার জন্য । প্রত্যেকে তাদের সহজমার্গে আসার পরে বিচিত্র অভিজ্ঞতা কথা আলোচনা করে । প্রত্যেককে দশ সূত্র গুলোকে মনে ক'রে বলার জন্য বলা হয় এবং যতটা সম্ভব যে ভাবে লেখা আছে সেই ভাবে ।

উদ্দেশ্য দশ সূত্রের পরিবারে প্রত্যেকটি সূত্রের সাথে যুক্ত বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা । প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে সূত্রের বৈশিষ্ট্য কার্ডে বর্ণিত সূত্র অনুযায়ী চিহ্নিত করা ও তার দলের অন্য সদস্যকে সূত্র অনুযায়ী খুঁজে বের করা ।

প্রত্যেকটি দলের বিষয় ছিল " তার প্রকাশ করার উপায় " । এই কার্য কলাপের উদ্দেশ্যে সেই সমস্ত বিষয় বস্তুর ওপর জোর দেওয়া যেগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ নতুন কাউকে সহজমার্গের ব্যাপারে অবহিত করা । প্রত্যেক যোগদানকারীকে প্রচুর সময় দেওয়া হয় অন্তরোপলব্ধি করার জন্য এবং তার চিহ্নিত মতের ব্যাপারে আলোচনা করা ।

প্রত্যেকটি যোগদানকারীকে "ডার্ট" খেলার মাধ্যমে লক্ষ্য স্থির করার উপযোগিতা জানানো হয় । চা ও জলপানের পরে ভিডিও দেখানো হয় । পাঁচটি ইঙ্গিত যা প্রকৃত আত্ম শৃঙ্খলাকে বাড়িয়ে দেয় এবং হাওয়ার্ড মার্টিনের কথায় " এনগজিং দি হার্টস ইনটেলিজেন্স"।

অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেকে তাদের দৃষ্টিকোন, পরামর্শ এবং প্রয়োগের ফলাফল দেয় ও তা লিপিবদ্ধ করা হয় ।

মূল্যবোধের শিক্ষা (Values Education)

আমরা সকলে ভি.বি.এস.ই. কার্যক্রমের ব্যাপারে অবগত আছি যা গত দশ বছর আগে ২০০০ সালে বিভিন্ন কেন্দ্রে শুরু করা হয়। আমাদের দেশে ১০০ টিরও বেশী বিদ্যালয় এতে অংশ গ্রহণ করেও মিশন ইতি মধ্যে ১০০০০এর বেশী শিক্ষকদেরকে অনুশীলন দিয়েছে। গুরুদেব চাইছেন এই কার্যক্রমটি পুনঃ পর্যালোচনা করা ও আরও উন্নতিবিধান করা।

অভিজ্ঞতা লব্ধ হ'য়ে এবং প্রয়োগের ফলাফল ও সংগৃহিত মতামতের ওপর ভিত্তি ক'রে এই দলটি কার্যক্রমের কিছু পরিমার্জন ক'রেছে।

এখন থেকে কার্যক্রমটি "মূল্য বোধে শিক্ষা" (Values Education) নামে পরিচিত হবে এবং অষ্টম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণীতে এটি প্রয়োগ করা হবে। ২০ টি ক'রে কালপর্ব (session) প্রতিটি শ্রেণীতে চালু থাকবে এবং এই ছয়টি মূল মূল্যবোধের ভিত্তি হ'ল নিষ্ঠা, নম্রতা, সাহসিকতা, দায়িত্ববোধ, ভালোবাসা ও স্বাধীনতা। এই শ্রেণীর শিক্ষা সমুহ নেবেন অভ্যাসী স্বেচ্ছাসেবকগণ এবং তা নিয়মিত সময় সারনীর মধ্যে থেকে। শিক্ষার পদ্ধতিতে মূলত আদান প্রদানের উপর জোর দেওয়া হয় এবং খেয়াল রাখা হয় যাতে এই শিক্ষা পদ্ধতিটি ছাত্র–ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে এবং তাদের প্রতি সংবেদনশীল থাকে যাতে ক্লাসগুলি রুচিকর ও চিত্তাকর্ষক হয়। এ ছাড়াও ভিডিও, গল্প ও ব্যায়ামের সাহায্যে উদ্দীপিত চিন্তা প্রক্ষিপ্ত করা।

শিক্ষাবর্ষ মে, ২০১৪ থেকে ৯টি কেন্দ্রের ১৫টা মত বিদ্যালয় মূল্যবোধের শিক্ষা কার্যক্রম চালু করার ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। এই কেন্দ্রগুলির মধ্যে আছে রেওয়া (২টি বিদ্যালয়), বদোদরা (তিনটি বিদ্যালয়), হায়দ্রাবাদ (২টি বিদ্যালয়), ত্রিচি (২টি বিদ্যালয়), মুম্বাই (১টি বিদ্যালয়), চেন্নাই (১টি বিদ্যালয়), দিল্লী (২টি বিদ্যালয়), সুরাট (১টি বিদ্যালয়) এবং আনন্দ(১টি বিদ্যালয়)।

মূল্যবোধের শিক্ষার দলটিতে আছেন রঞ্জনী বালাজী– বিষয় সমূহ ও প্রশিক্ষণ, কান্থি পাপ্পু–কেন্দ্র গুলির মধ্যে সমন্বয় এবং জ্যোতি চেরেডি– তথ্য প্রযুক্তি বিষয় সমূহ পরিচালনা। এছাড়াও আছেন কেন্দ্র ভিত্তিক সমন্বয় সাধক এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা। কতিপয় কেন্দ্র ও বিদ্যালয় পূর্ব নির্বাচিত করা হ'য়েছে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই কার্যক্রম করার জন্য। যে সব কেন্দ্র গুলি এ ব্যাপারে উৎসাহী তারা কান্থি পাপ্পু কে যোগাযোগ ক'রতে পারেন (vbe@shpt.in)এই e-mail id তে।

কেন্দ্রগুলির থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়

বদোদরা– পরীক্ষামূলক কার্যক্রম প্রকল্প হিসেবে, ভি.ই ক্লাস শুরু করা হ'য়েছে অষ্টম শ্রেনীর চারটি অন্নবিভাগে বরোদা উচ্চবিদ্যালয়, ও.এন.জি.সি. এবং নবম শ্রেনীর দুটি অনুবিভাগ– বরোদা উচ্চবিদ্যালয়, অল্কাপুরি। দশ জনের এক স্বেচ্ছাসেবক দল এ ব্যাপারে যুক্ত রয়েছে সঙ্গে পাঁচটি সহায়ক দলকে নিয়ে। প্রতি সপ্তাহে এরা মিলিত হ'য়ে বিভিন্ন ক্লাসে কার্যক্রম গুলি কি ভাবে পরিচালনা করা যাবে এ ব্যাপারে আলোচনা করে নেয়। তেজাস্ বিদ্যালয়, গোত্রী এই পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং স্কুলের শিক্ষকেরা শিক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছে। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা বিশেষ প্রশংসা প্রাপ্য। ছাত্রদের কাছ থেকেও ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে ও তারা ক্লাসগুলি উপভোগ ক'রছে।

মুম্বাই : মহারাষ্ট্রের বিল্লাবংগ ইন্টারন্যাশানল হাইস্কুল এবং জে. এইচ. আম্বানি স্কুলের (নাগোবানে) অষ্টম শ্রেনীতে এই পাঠ্যক্রম শুরু হ'তে চলেছে। এই দুটি স্কুলেই আমাদের স্বেচ্ছাসেবকরা সহায়ক হিসেবে সাহায্য ক'রছেন। এই দুই স্কুলের শিক্ষকেরা এ কাজে অনেক সহায়তা ক'রেছেন এবং সাথে ছাত্রদের কে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে পূর্ণ প্রকাশিত হ'তে উৎসাহিত ক'রছেন। ছাত্ররা অনেকেই বিস্ময় বালক ফলে খোলামনের কার্যক্রমগুলো শিক্ষণের সাথে সহজে যুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। কার্যক্রমের প্রথম ভিত্তি "নিষ্ঠা"টা এরা খুব সহজ ভাবে রপ্ত ক'রে নিয়েছে। দিনলিপি(Diary) লেখার ধারণা টা ওদের মধ্যে প্রচলন করা হ'য়েছে। যাতে ওরা ওদের পর্যবেক্ষণ, চিন্তা ও তার প্রতিফলন কার্যক্রমের প্রতিটি উদ্ধৃতির ওপর লিপিবদ্ধ ক'রতে পারে। অনুশীলন পর্বে সকল সময় হাল্কা ও আনন্দের পরিবেশ বজায় রাখা হয়। এই দলটিকে ভি. এইচ. আম্বানি স্কুলের প্রধান আধিকারিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মারাঠি মাধ্যম স্কুলেও ভি.ই. ক্লাস শুরু করার জন্য।

Alakapuri

BHS, ONGC

Mumbai

Nagothane

মান্নাভারাপ্পাড়ু, গ্রামীন নেল্লোর

নেল্লোর কেন্দ্রের অভ্যাসীরা ৩৩ একর আয়তনের জমি মান্নাভারাপ্পাড়ু গ্রামের সন্নিকটে কিনেছে। এর মধ্যে ৫.৮৫ একর জমি ধ্যানকক্ষ ও অন্যান্য সুবিধা নির্মাণের জন্য বরাদ্দ রাখা হ'য়েছে। বাকী জমি ৩০০ ভাগে ভাগ ক'রে রাখা হ'য়েছে।

গত ৬ই আগষ্ট গুরুদেবের সম্মতি ও আশীর্বাদ নিয়ে রান্নাঘর ও ভোজনকক্ষ নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন (ভূমিপূজা) স্থানীয় সুলোচনা সদনে করা হ'ল উমা গঙ্গাধর (কেন্দ্র অধিকর্তার CIC) উপস্থিতিতে। প্রকল্পটির আনুমানিক খরচের পরিমান ২০ লক্ষ টাকার মত; এর মধ্যে ৪ লক্ষ টাকা শৌচালয় নির্মাণের জন্য বরাদ্দ রাখা হ'য়েছে। অনুষ্ঠান শেষ হয় ২০০ অভ্যাসীদের সৎসঙ্গ দিয়ে যারা নেল্লোর ও অন্যান্য কেন্দ্র যেমন কাভালি, বুচিরেড্ডিপালেম, সিদ্দিপুরম, গুড্ডুর, ভেন্কটগিরি, নাইডুপেটা এবং গোডালাকুর অঞ্চল থেকে এসেছিলেন।

এই শুভ অনুষ্ঠানে আঞ্চলিক অধিকর্তা(CIC) সমবেত সকলকে আহ্বান জানালেন নির্মাণ কাজে স্বেচ্ছাসেবা প্রদান করার জন্য যাতে কাজটা তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হ'য়ে যায়।

আঞ্চলিক অধিবেশন, হরিয়াণা

গত ১৭ই আগষ্টে সোনপত আশ্রমে এক আঞ্চলিক অধিবেশন (জোন ২১) অনুষ্ঠিত হয়। সমস্ত প্রিফেক্ট, সমন্বয়কারক, উপস্থাপক, স্বেচ্ছাসেবক ও আঞ্চলিক অধিকর্তাদের (CIC) আমন্ত্রণ জানানো হয় সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য এবং কেন্দ্র অধিকর্তা. বৈঠক পরিচালনা করেন। এই অধিবেশনে অনেকগুলো প্রয়োজনীয় বিষয়ে রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়। সত্য এন. মন্ডল, কেন্দ্র অধিকর্তা উপস্থাপনা করে জানান কেন্দ্রগুলির মধ্যে যোগাযোগের বিভিন্ন দিক নিদর্শন করেন এবং সোজাসুজি গুরুদেব অথবা কমলেশ ভাই এর সাথে কি ভাবে যোগাযোগ করা হবে এবং মিশনের প্রদত্ত নিয়মাবলী অনুযায়ী সুশৃঙ্খলতা বজায় রেখে এই মাধ্যম কি ভাবে ব্যবহার ক'রতে হবে। এই বৈঠকে কেন্দ্র অধিকর্তা সকলকে অনুরোধ করেন সমস্ত আঞ্চলিক অধিকর্তা,

প্রিফেক্ট এবং স্বেচ্ছাসেবকদেরকে সহজমার্গের সৈনিক হিসেবে কাজ করার জন্য।

রবিবার এবং বুধবারের সৎসঙ্গ গুলিতে প্রিফেক্টের অনুপস্থিতে পরিচালনা কি ভাবে করা হবে এই বিষয়ে আলোচনা হয়। আঞ্চলিক অধিকর্তা, প্রিফেক্ট অধিকর্তারা গত বৎসরের কাজের অগ্রগতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ বিষয়ে মতামত জানান। কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারীরা তাদের বয়ানে জানান বিশিষ্ট ক্ষেত্রে তাদের কাজের অগ্রগতি যেমন প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন, ইউ–কানেক্ট, ক্রেস্ট, মূল্যবোধের শিক্ষা, রচনা লেখা, তথ্য প্রযুক্তি, অভ্যাসী নিবন্ধীকরণ, স্বেচ্ছাসেবা, ইকোজ, ইতিহাস প্রোজেক্ট, লেনদেনের হিসাব প্রভৃতি।

জয়পুর, রাজস্থান – গত ৩রা আগষ্ট

একটি সচেতনতা শিবির উদয়পুর কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় যাতে এ এবং বি পয়েন্টে সাফাই বিষয়ে কমলেশ ভাই তিরুপুর ভান্ড ারাতে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন তার ওপর ভিত্তি ক'রে। কেন্দ্র অধিকর্তা ৩৪ জন অভ্যাসীদের বিশদ ভাবে এই পন্থার ওপর এ এবং বি কেন্দ্রের প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করেন। এই শিবিরের মূখ্য উদ্দেশ্য ছিল অভ্যাসীদের মধ্যে এই বিশেষ পন্থা বিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা প্রদান করা। শিবিরটি প্রশ্ন উত্তর পর্ব দিয়ে শেষ করা হয়।

News Snippets

Muthur

মুথুর– তামিলনাড়ু – প্রথম বুধবারের সৎসঙ্গ

মুথুর তামিলনাড়ুর একটি ছোট্ট শহর যেটা কান্‌গেয়াম কেন্দ্র থেকে ১৮ কি.মি. দূরে অবস্থিত। দুরত্বের কারণে ৬ জন অভ্যাসী তাদের নিজস্ব সিটিং নিয়মিত নিতে পারেন না। টি.ভি. বিশ্বনাথ রাও (ZIC) এর উপদেশ মত কান্‌গেয়ামের প্রিফেক্টরা মুথুরে গিয়ে সিটিং দেওয়ার কাজ শুরু ক'রেছেন। যেহেতু অভ্যাসীদের সংখ্যা বেড়ে ৩০ হ'য়েছে ZICর অভিমত অনুযায়ী বুধবারের সৎসঙ্গ শুরু হ'য়েছে। গত ১১ই জুন সন্ধ্যাবেলা ৫ টার সময় প্রথম বুধবারের সৎসঙ্গ ZIC পরিচালনা করেন এবং সাথে ঘরোয়া বৈঠকও করেন। প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী মুথুর এবং কিছু কান্‌গেয়াম থেকেও যোগ দেন। " দি মাষ্টার্স অফ সহজমার্গ", "দি মিশন, মেথড ও গোল" এবং "দি নিড ফর সহজমার্গ" এই বিষয় সমূহ সৎসঙ্গের পরে আলোচিত হয়। নবাগত ৫জন যোগদান করার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রেছেন।

মানিনগর, আহমেদাবাদ– গুজরাট

রবিবার সৎসঙ্গ শুরু

গুরুদেবের সম্মতিক্রমে রবিবারের সৎসঙ্গ আহমেদাবাদের কাকারিয়ালেকের কাছে সিটি সেন্টার, মানিনগর কেন্দ্র থেকে শুরু হবে। শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত হওয়াতে অভ্যাসীরা যারা শহরের মধ্যে থাকে তাদের সুবিধা হবে। গত ৩রা আগষ্ট প্রথম সৎসঙ্গ ৬০ জন অভ্যাসীকে নিয়ে শুরু হয় যাদের মধ্যে শতকরা ২০ শতাংশ আগে রবিবারের সৎসঙ্গে বিভিন্ন কারণে যোগ দিতে পারতো না। আশা করা যায় এই ব্যবস্থাতে সকলের সুবিধা হবে বিশেষত যারা আগে আশ্রমে রবিবারে পৌঁছাতে পারতেন না।

ক্রীড়াদিবস – আহমেদাবাদ, গুজরাট

গত ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবসের সাথে আদালাজ যোগাশ্রমে ক্রীড়াদিবস উদযাপিত হয়। সমস্ত অভ্যাসীদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তারা সকলেই অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠান সকাল ৭.৩০ টার সময় সৎসঙ্গ দিয়ে শুরু হয় এবং পরে পতাকা উত্তোলন করা হয় প্রাতঃরাশের পরে ৯.৩০ মিনিটে। খেলাধূলার ক্রিয়াক্রম শুরু হয় ১০ টা থেকে ১ টা পর্যন্ত। মধ্যাহ্ন ভোজন তারপরে হয়। খেলাধূলার মধ্যে ছিল মিউজিকাল চেয়ার, ক্যারম, টেবল টেনিস, লেমন ও স্পুন ও স্যাক রেস সঙ্গে যুগল জুটির দৌড়। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী অনুষ্ঠানটিকে সঠিক ভাবে উপভোগ করেছে।

Varanasi

Ahmedabad

সারা ভারতে রচনা লেখা, ২০১৪ শিবির, বারাণসী, উ.প্র.

কেন্দ্র পর্যায়ে (১২ ডি) এক কর্মশিবির ৫ই জুলাই আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছাসেবকদের সুবিধার্থে যাতে নিয়মাবলী ও মূলনীতির যথাযোগ্য প্রয়োগ করা যায় এই কাজে। ২৩ টি কেন্দ্র থেকে ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবক এই শিবিরে যোগদান করে। শেষে এই কাজের উপকরণ গুলি বিতরণ করা হয়।

লালপানিয়া, ঝাড়খন্ড

জি. আই. টি.পি. অনুশীলনের "ধ্যান" প্রসঙ্গ নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠান খুব উপযোগী হয় এবং অনেক শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রত্যেকে লিপ্ত থাকে। সকলে অনুধাবন করে যে এই অনুষ্ঠান সূচী গুরুদেবের কাছ থেকে প্রকৃত দান স্বরূপ। সকল অভ্যাসীর মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধেরও সঞ্চার হয়।

Lalpania

Spreading the Word

শোলাবন্ধন, তামিলনাড়ু

গত ৩০শে জুলাই শোলাবন্ধন কেন্দ্রে একটি মুক্ত শিবির কেন্দ্র অধিকর্তা (TN-2D) ভাই রামানাথন ও দুই প্রিফেক্ট দ্বারা সঞ্চালিত হয়। ৫০ জনের বেশী অভ্যাসী এবং নতুন অভ্যাগতরা এতে অংশ গ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের শুরুতে ধ্যানের প্রসঙ্গে পরিচিতি দেওয়া হয় ও আদিকালে এর প্রচলন সম্বন্ধে জানানো হয়। উপস্থিত সদস্যরা সক্রিয় ভাবে এতে আদানপ্রদান করে এবং অনুষ্ঠানটিকে অর্থবহ ক'রে তোলে। নতুন অভ্যাগতরা সহজমার্গ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে আগ্রহী হয়।

সরকারী কোষাগার কার্য্যালয়ে আলোচনা সভা –আহমেদাবাদ– গুজরাট

একটি বিশেষ অনুষ্ঠান সূচী রূপরেখার মাধ্যমে সরকারী কোষাগার কর্মচারীদের কে আমাদের মিশন সম্পর্কে অবহিত করা হয়। ৩০ মিনিট সময় ভাই জিগ্নেশকে বক্তা হিসাবে দেওয়া হয়। কার্য্যাধক্ষের অনুমতি নিয়ে সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কর্মচারীদের নির্ধারিত সময়ে বিশদ তথ্য দিয়ে আমাদের পদ্ধতির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করা হয়। অনেক আকাঙ্খিত ব্যক্তি যোগদান করার জন্য উৎসাহ দেখান এবং এই রকম অনুষ্ঠান পরিচালনার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

ম্যাঙ্গালোর কর্ণাটক

সোমবার, ১১ই আগষ্ট ২০১৪ তারিখে বেসান্ত ফ্রাস্ট গ্রেড সান্ধ্য কলেজ, ম্যাঙ্গালোরে একটি মুক্ত সভার আয়োজন করা হয় এবং ৯০ জন ছাত্র ছাত্রী ও ৫ জন প্রশিক্ষণ সদস্য যোগদান করে। আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজনীয়তা এবং সহজমার্গের অনুপম বৈশিষ্ট্য গুলোর ব্যাপারে অভ্যাগতদের বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়। ১১ জন ছাত্র ছাত্রী ও কলেজের একজন অধ্যাপক মিশনে যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহ দেখান। আকাঙ্খিত সদস্যদেরকে একক বসার (Individual sitting) জন্য কলেজ প্রাঙ্গনে ব্যবস্থা করা হয়।

নতুন কেন্দ্র কুম্মারীকুন্টা, তেলেঙ্গানা

কুম্মারীকুন্টা নামে এখন থেকে একটা নতুন কেন্দ্র করিমনগর জেলায় চালু হ'য়েছে। ১৯৯২ সাল থেকে ৪ জন অভ্যাসী এই গ্রাম থেকে নিকটবর্তী পেড্ডাপেল্লি কেন্দ্রে সৎসঙ্গে যোগ দিতে এবং একক বসার জন্য আসতো। মার্চ মাস ২০১৪ মধু কোট্টাপিল্লা ZIC (Zone 1A) এখানে পেড্ডাপেল্লি কেন্দ্র পরিদর্শন করার সময় কুম্মারীকুন্টা গ্রামের অভ্যাসীদের সাথে কথা বলেন এবং নতুন এক কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেইমত সেখানে রবিবার সৎসঙ্গ শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়। গত ৯ই আগষ্ট ZIC ও তার দলের সদস্যদের নিয়ে এখানে ঘুরতে আসার সময় উৎসাহিত হ'য়ে লক্ষ্য করেন যে ৫ মাসের কম সময়ের মধ্যে এই গ্রামে অভ্যাসী সংখ্যা ৫ থেকে ২৪ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। দলটি এই জায়গার আধ্যাত্মিক পরিবেশ এবং সূক্ষ্মতার বিষয়ে মত প্রদর্শন করেন।

হুবলী আশ্রম, কর্ণাটক

আলোর কেন্দ্র

হুবলী একটি সবচেয়ে দ্রুত বেড়ে ওঠা উত্তর কর্ণাটকে অবস্থিত এক কেন্দ্র যা সড়কপথ, রেলপথ এবং দেশীয় বিমান বন্দরের সুবিধা দ্বারা যুক্ত এবং হুবলীর অঙ্গ শহর ধারওয়ার ২০ কি.মি. দূরে এবং জেলাসদর । হুবলী কেন্দ্রটি ১৯৯৭ সালে ২ জন অভ্যাসীকে দিয়ে শুরু করেন তখনকার মিশন সম্পাদক সারদনাদজী । এই কেন্দ্রে প্রথমে পাভাসকারের বাড়ীতে এবং পরে মহিলা বিদ্যাপীঠ ও বানকরস ক্লাবে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হ'ত আশ্রম স্থাপনের আগে । সে সময় ৫০ জন মত অভ্যাসী ছিল ।

গুরুদেব হুবলীতে আসেন ৫ই এপ্রিল ২০০২ সালে আশ্রমের জমি নিবদ্ধ করার জন্য । তিনি ট্রেনে ক'রে এসে কেন্দ্রটির নিজস্ব আশ্রমকে আলো বিস্তারের আশীর্বাদ ক'রে গিয়েছিলেন । উক্ত অনুষ্ঠানে তিনি বলেছিলেন প্রত্যেকবার আমরা যখনই কোন নতুন জমি আমাদের মহান গুরুদেব বাবুজী মহারাজকে উৎসর্গ করি তখনই আমরা ভিতরে এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করি । এটা অনেকটা আমাদের পরিবারে যখন কোন নতুন সদস্য জন্মগ্রহণ করে তার মত । প্রতিটি আশ্রমই হ'ল আমাদের মহান গুরুদেবের স্বর্গীয় বাসভূমি, যেখানে তাঁর উপস্থিত প্রার্থনা করি এবং তাঁর প্রদত্ত আলো অভ্যন্তরে চিরন্তন প্রজ্জ্বলিত রাখি ও অনন্ত লভ্য থাকে ।

আশ্রমটির অবস্থান বিমান বন্দর ও নতুন বাস স্ট্যান্ড থেকে ২.৫ কি.মি. দুরে । ধ্যানকক্ষের আয়তন ১৪০০ বর্গফুট এবং আশ্রমের জমির পরিমান ১১ সেন্ট । ১৫০ জনের একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা আছে । এছাড়া রান্নাঘর, ভোজনকক্ষ, অফিস ঘর , শৌচালয় ও স্নানঘর এতে রয়েছে । এখানে সুন্দর গাছ গাছালি সমেত বাগান ও ছোটদের খেলার জায়গাও আছে । এই কেন্দ্রে কর্ণাটক রাজ্যের কিছু শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হ'য়েছে । এর মধ্যে রয়েছে শিক্ষকদের জন্য ভি.বি.এস.ই শিক্ষণ অনুষ্ঠান সূচি, প্রশিক্ষক উন্নতির কার্যক্রম এবং প্রকাশনা কর্মশালা । এছাড়াও এখানে নিয়মিত অভ্যাসী প্রশিক্ষণ শিবির, রচনা সূচির সমন্বয়, মিশনের প্রকাশনা সমূহ বিতরণ এবং আইডেন্টটি কার্ড ছোট কেন্দ্রগুলিকে পাঠানো এ সমস্ত করা হয় ।

এই আশ্রম স্থাপনা থেকে আরও তিনটি নতুন যেমন নবনগর, নভলকুন্ত ও কাইগা ইত্যাদি স্থানে বিস্তার করা হয় । ঘরোয়া জমায়েত, মুক্ত আলোচনা এবং অভ্যাসীদের প্রশিক্ষণ শিবির নিয়মিত ভাবে আশে পাশের স্থানগুলোতে পরিচালনা করা হয় ।

ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে আরও ১৪ একর জমি কেনা হ'য়েছে যার মধ্যে ৫ একর আশ্রমের জন্য নির্ধারিত ও বাকী ৯ একর অভ্যাসীদের উপনগরীর জন্য । নতুন জায়গাটা এখনকার আশ্রম এলাকা থেকে ১২কি.মি. দূরে রয়েছে । সম্প্রতি যুগ্ম সম্পাদক এ.পি.দুরাই এর সফরকালে অভ্যাসী ও ভারপ্রাপ্ত কর্মী ব্যক্তিদের সাথে আলোচনায় স্থির হয় যে অঞ্চলটির পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য সত্ত্বর কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং আশ্রমের পাশে অভ্যাসীদের সমাজ গড়া হবে ।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2014 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.